# ইটস এ জব

ডিনারের পুরো সময়টা ওকে লক্ষ করেছি আমি। এইমাত্র সিদ্ধান্তে এসেছি ভুল করিনি আমি। জর্জের চেহারায় সত্যি জেল্লা ফুটে বেরুচ্ছে, চোখের চাউনিও তা প্রমাণ করে।

তবে খুব খুঁটিয়ে না দেখলে বোঝার উপায় নেই। ওর জ্যাকেটের আস্তিন প্রায় নিভাঁজ, টাই নিখুঁতভাবে বাঁধা, গালে সামান্য গোলাপি রঙও ধরেছে। আলাদা আলাদাভাবে পরিবর্তন খুঁজে নয়, গোটা ইমপ্রেসনেই ধরা পড়ে বদলটা।

জর্জকে দেখলে জীবনের ভারে ক্লান্ত, বেকার ছাড়া কিছু মনে হয় না, তবে আজ চেহারা থেকে হতাশ ভাবটা অদৃশ্য।

'জর্জ,' বললাম আমি, 'তুমি নিশ্চয়ই চাকরি বাকরি পাবার জন্যে হন্যে হয়ে ওঠোনি, নাকি হয়েছ?'

বেদনায় যেন সঙ্কুচিত হয়ে গেল ও, দ্রুত এক ঢোক মদ পান করল। তারপর বিরক্ত গলায় বলল, 'আপনার মা কি আপনাকে কখনো এ কথা বলেনি যে কিছু কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা ভব্যতার পরিচয় নয়। যেমন চা—চা—'

'চাকরি,' কথাটা শেষ করলাম আমি।

'ব্যাপারটা একান্তই আমার নিজের,' রুক্ষ গলায় বলল জর্জ।

'তবে চাকরির কথা যখন বললেন আমার মনে পড়ে গেল এক বন্ধুর কথা যে একটি চাকরির জন্যে মরে যাচ্ছিল, একটি চাকরির জন্যে সে যে কোনো কিছু ত্যাগ করতে রাজি ছিল। কিন্তু চাকরি পাবার পরেও সে তা ধরে রাখতে পারেনি। আমার সেই বন্ধুটি হল ভেইনামোইনেন গ্লিৎজ।'

'ভেইনামোইনেন।' বললাম আমি। 'এ আবার কউ রকম নাম? ভেইনামোইনেন নামে আদৌ কেউ ছিল কি না তা নিয়েই সন্দেহ হচ্ছে আমার।'



www.banglainternet.com

'অবশ্যই ছিল। বললামই তো সে আমার বন্ধু ছিল—ভেইনামোইনেন গ্লিৎজ। সবাই তাকে ডাকত ভ্যান বলে।'

'হাস্যকর তো! ফিনল্যান্ডের বাইরে ভেইনামোইনেন নামে কেউ ছিল বলে জানতাম না তো! ভেইনামোইনেন হলেন ফিনিশ মিথিক হিরো ; একজন সঙ্গীতজ্ঞ ; জাদুকর ; একজন ডেমিগড—

'আমার ভেইনামোইনেন সহজ-সরল, মেয়েদের চোখে অত্যন্ত সুদর্শন একজন যুবক এবং প্রচণ্ড ধনী। তার পুরো নাম ভেইনামোইনেন গ্লিৎজ তৃতীয়।'

'তুমি বলতে চাইছ তার বাবা এবং দাদা—'

'ঠিক ধরেছেন। হয়তো তার শরীরে চোকতা রক্ত থাকতেও পারে। ভেইনামোইনেন একটি চোকতো শব্দ। অর্থ 'সাহসী যোদ্ধা'। যাকগে, এসব গৌরচন্দ্রিকা বাদ দিয়ে বরং গল্পটা বলি, শুনুন।'

আমি শ্রাগ করলাম।

লক্ষ করছি আপনি [বলল জর্জ] গল্পটা শুনতে আগ্রহী। কাজেই বিরক্ত না করে গল্পটা বলতে দিন।

ভ্যানের বাবার (তার নাম ভেইনামোইনেন গ্লিৎজ, জুনিয়র) সঙ্গে আমার ভালো জানাশোনা ছিল। ভ্যানকে চোখের ওপর বড় হতে দেখেছি। সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছিল ভ্যান। কারণ তার বাপ ছিল কোটিপতি।

ভ্যান ছিল যথেষ্ট সাহসী। বয়স হবার আগেই ভিয়েতনাম যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার কারণে তাকে হতাশ হতে দেখেছি আমি। কারণ যুদ্ধে যেতে চেয়েছিল ভ্যান। ন্যাশনাল গার্ডে ভর্তি হবার ব্যাপারেও আগ্রহ ছিল। কিন্তু তা হয়নি। বদলে সে তার দেশের সেবা করেছে বিভিন্ন রিসর্ট এরিয়ায় অনুসন্ধান চালিয়ে, মাঝে মাঝে শহরে ফিরে বলত, 'প্রচুর খাটাখাটনি করে এলাম, জর্জ। চল, এবার একসঙ্গে ডিনার সেরে আসি।'

বেশ ভালোই চালিয়ে যাচ্ছিল ভ্যান বলতে হবে, ভ্যানের কারণ সে সাগর সৈকত, নাইটক্লাব, থিয়েটারসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজনেস এস্টাবলিশমেন্টের ব্যাপারে দেশের অন্যতম এক্সপার্ট হয়ে ওঠে। তারপর একদিন তার পরিচয় হয় ডুলসিনিয়া গ্রিনউইচের সঙ্গে। নামটা শুনে ওভাবে হাঁ হয়ে যাবেন না, ওল্ডম্যান। সে আমাকে বলেছে তার বাবা "ডন কুইক্সোট" নামে একটি বই পড়েছিলেন, তবে মেয়েটা নির্ঘাৎ বানিয়ে


www.banglainternet.com

বলেছে কথাটা। কারণ আমি এবং আপনি জানি ওইরকম অদ্ভুত নাম দিয়ে কস্মিনকালেও কেউ বই লিখবে না। তাহলে এক কপি বই বিক্রি হবে না।

ভ্যান একদিন উত্তেজিত হয়ে আমার কাছে এসে বলল, 'জর্জ, আমি পৃথিবীর সবচে' সুন্দরী মেয়েটির দেখা পেয়েছি। সে অসাধারণ। শক্তিশালী। বুদ্ধিমতী।'

'বুদ্ধিমতী?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। ভ্যানকে ডজনখানেক প্রেম করতে দেখেছি আমি, তবে তার প্রেমিকাদের কাউকেই আমার বুদ্ধিমতী মনে হয়নি।

'সে বলেছে,' কাঁপা শোনাল ভ্যানের কণ্ঠ, 'ও পাগলের মতো আমার প্রেমে পড়ে গেছে। এটা যদি বুদ্ধির চিহ্ন না হয় তাহলে একে কী বলব, জর্জ?'

'ভ্যান,' বললাম আমি, 'তোমার মতো সুদর্শন এবং ধনী যুবকের প্রেমে কে না পড়বে? এতে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হয় না। সে যে মরে যায়নি এ হল তার চিহ্ন।'

'না,' বলল ভ্যান, 'তুমি যা ভাবছ সে সেরকম মেয়ে নয়। এ পর্যন্ত যে ক'টি তরুণী আমার প্রেমে পড়েছে তারা সবাই আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল এবং তাদেরকে আমি বাড়ি কিনে দিয়েছি, ভাবল ইনডেমনিটি ইনস্যুরেন্স পলিসি করিয়ে দিয়েছি। মনে আছে?'

'আছে।'

'তো ডুলসিনিয়া কিছু চায় না।'

'কিছুই না,' সন্দেহের সুরে করলাম প্রশ্নটা।

'একটি জিনিস চায়।'

'আচ্ছা।'

'তুমি যা ভাবছ তা নয়। সে চায় আমি চাকরি করি।'

মিথ্যা বলব না, ওল্ডম্যান, ওর কথা শুনে টাশকি খেয়ে গিয়েছিলাম আমি। কয়েক মিনিট সময় লেগেছে ধাতস্থ হতে। তারপর প্রায় ফিসফিস করে বললাম, 'চাকরি? সে কেন চাইবে তুমি চাকরি করো?'

'তার ধারণা,' মুড নিয়ে বলল ভ্যান, 'এতে আমি সত্যিকারের পুরুষ হয়ে উঠব।'

'কিন্তু তুমি তো পুরুষই। একজন ধনবান পুরুষ, যার টাকা, রূপ, খ্যাতি আছে সে যদি পুরুষ না হয় তবে পুরুষ কি আমার জানতে ইচ্ছে করছে।'


www.banglainternet.com

'ও বলেছে,' বলল ভ্যান, 'আমি সুদর্শন এবং ও আমাকে যথেষ্ট ভালোবাসে। কিন্তু আমি অলসের ধাড়ি।'

'অলসের ধাড়ি ? কিন্তু সৈকত আর রিসট নিয়ে যেসব কাজ করেছ তা জেনেও সে একথা বলতে পারল ?'

'কোনো এক কারণে ও এসব ধর্তব্যের মধ্যে আনছে না। সে চায় আমি নয়টা-পাঁচটার কোনো চাকরি করি এবং কমপক্ষে ছয় হপ্তা যেন চাকরিতে লেগে থাকি আমি, এভাবেই আমার পৌরুষত্বের পরিচয় মিলবে।'

'মেয়েটা আসলে অসুস্থ।'

'না, জর্জ। ও তা নয়। ও উঁচু মননের মেয়ে এবং আমার হৃদয় দখল করেছে। আমি একটা চাকরি নিয়ে ওকে দেখিয়ে দেব আমি পৃথিবীর অন্য যে কোনো পুরুষের চেয়ে অক্ষম নই।'

'কী ধরনের চাকরি করার কথা ভাবছ, ভ্যান ?'

মাথা নাড়ল ভ্যান। 'সমস্যাটা তো ওখানেই, জর্জ। আমি বিশেষ কোনো কিছুর ওপর ট্রেনিং নেইনি বা পড়াশোনা করিনি। আমি শুধু আশা করছি কোনো সহৃদয় চাকরিদাতা এ কথা জেনেই আমাকে চাকরি দেবেন যে আমি কিছুই জানি না।' হাসি ফুটল ওর মুখে। 'আমি একজন এক্সপার্ট এবং সার্টিফাইড বিচ ইন্সপেক্টর। হয়তো এতে কাজ হয়ে যাবে। বিদায়, জর্জ।'

বেচারা ভ্যান। তারপর ওর জীবনে যা ঘটল তা দুঃখজনক, খুবই দুঃখজনক। চাকরি পেল না ও। মাঝে মাঝে ডিনারে দাওয়াত দিত আমাকে ভ্যান। লক্ষ করতাম ক্রমে মুষড়ে পড়ছে ও। চেহারার জৌলুস হারিয়ে ফেলছিল ও, প্রিয় পোলো খেলাও বাদ দিয়ে দিয়েছিল। ফিসফিস করে ভ্যান আমাকে জানাল, 'গত মাসে আমি দু'বার আমার পোলো পনির পিঠ থেকে পড়ে গিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ কেন।'

'অন্য খেলোয়াড়রা তোমাকে পড়ে যেতে দেখেনি ?'

'পোলো খেলোয়াড়রা কখনো এসব বিষয় নিয়ে কথা বলে না, এটা হল পনির কোড।'

সমস্যাটার অভ্যন্তরীণ কারণ ছিল অবশ্যই চাকরি। ভ্যান বলল বহু চেষ্টা করেছে ও। সে তার প্রিয় নাইটক্লাবে শ্যাম্পেন টোস্টারের কাজ পেয়েছিল। প্রথম রাতেই মাতাল হয়ে চাকরিদাতাকে অপমান করে বসে। তাকে সঙ্গে সঙ্গে ক্লাব থেকে বের করে দেয়া হয়। কোথায় লাথি মেরে ওকে বের করে দেয়া হয়েছিল, দেখাতে চাইলেও আমি দেখতে চাইলাম না।


www.banglainternet.com

ক্যাশিয়ারের চাকরি পেয়েছিল ভ্যান। কিন্তু রেজিস্টার নিয়ে কিভাবে কাজ করবে তা-ই জানা ছিল না ওর। খাতার নাম্বার দেখে নাকি ওর মাথায় তালগোল পাকিয়ে যায়। গ্যাসোলিন পাম্পে চাকরি হয়েছিল ওর। ট্যাঙ্ক থেকে কিভাবে গ্যাস ক্যাপ খুলতে হয় সেটাই নাকি বুঝতে পারত না ভ্যান। ব্লুমিংডেলে ইনফরমেশন ডেস্কে চাকরি পেয়েছিল ও, কিন্তু এক ঘণ্টা পরেই কাজটা ছেড়ে দেয় ভ্যান। কারণ খদ্দেররা নাকি ইনফরমেশনের জন্যে আসছিল ওর কাছে। আর কত বলব ?

'মনে হচ্ছে,' বলল ভ্যান, 'আমি আমার স্বপ্ন কন্যাকে কোনোদিন পাব না। আমার জীবন, জর্জ,' বলে চলল সে, 'শূন্য আর অর্থহীন হয়ে রইবে। আমি যদি তাকে না পাই যাকে আমার মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছি, তাহলে বেঁচে থেকে লাভ কী ?' বলে শ্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে কাঁদতে লাগল ভ্যান।

ওর জন্যে আমি হৃদয়ে বেদনা অনুভব করলাম, ওল্ডম্যান। ভাবলাম ওর জীবন যদি এ রকম যন্ত্রণাকাতর হতে থাকে তাহলে আমাকে ডিনার খাওয়ানোর কথাও ওর আর মনে পড়বে না। কাজেই ওর জন্যে কিছু একটা করা দরকার।

তার মানে অ্যাজাজেল। সেই দুই সেন্টিমিটার লম্বা দানব যাকে আমিই শুধু মন্ত্র পড়ে ডেকে আনতে পারি।

আমি স্মরণ করলাম অ্যাজাজেলকে।

অ্যাজাজেলের যথারীতি আবির্ভাব ঘটল অগ্নিমূর্তি নিয়ে। আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলল, 'ইডিয়েট গ্রবলডাগ, এটা একটা ডাকার সময় হল ?'

'তোমাকে আমার যে এখনই প্রয়োজন, হে ব্রহ্মাণ্ডের বিস্ময়।'

'কিন্তু আমি এতক্ষণ—' বলে এতক্ষণ কী করছিল তার ফিরিস্তি দিয়ে যেতে লাগল অ্যাজাজেল। তার পৃথিবীতে ছয় ঠেঙা পশু আছে এরা লাফিয়ে এবং ডিগবাজি দিয়ে দ্রুত দিক বদলাতে পারে। এদের সমৃদ্ধির জন্যে প্রচুর টাকা ঢালা হয়েছে। এদের প্রথমজন দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে জিতে যাচ্ছিল। উচ্চারণের অবোধ্য একটা নাম বলে অ্যাজাজেল জানাল, 'আমি যদি যে মুহূর্তে ওখান থেকে চলে এসেছি, আবার তখুনি সেখানে ফিরে যেতে না পারি তাহলে সত্তর ডোরশাক হারাব।'

'অবশ্যই তুমি যথার্থ মুহূর্তে ওখানে যেতে পারবে। আমি তোমাকে যে ঘটনার কথা বলব তাতে একটি মাত্র মুহূর্ত সময় নেব, হে কসমসের


www.banglainternet.com

চ্যাম্পিয়ন (এ ধরনের সম্বোধনে সে খুব খুশি হয়। আমার ধারণা তার জগতে সে সবচে' ক্ষুদ্র প্রাণী এবং কেউ তাকে পাত্তা দেয় না)।

পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলাম তাকে। 'চাকরি ?' বলল সে, 'আমাদের পৃথিবীতে এ শব্দটাকে ব্যবহার করা হয় 'ক্লাস্ট্রেন' বলে এবং এ জিনিস তারাই করে যাদের সামাজিক অবস্থান খুব নিচে এবং আপত্তি ও ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাদেরকে কাজটা করতে হয়।'

'হ্যাঁ,' বললাম আমি, 'আমরা ওটাকেই "চাকরি" বলি।'

'বেচারা,' বলল অ্যাজাজেল, চোখ বেয়ে ছোট্ট এক ফোঁটা জল পড়ল টেবিলক্লথের ওপর, জায়গাটা পুড়ে গিয়ে খুদে একটা গর্তের সৃষ্টি হল।

'তার একটা চাকরি তাহলে খুব দরকার ?'

'চাকরি পেলে সে তার স্বপ্নকন্যাকে নিজের করে পাবে, যে মেয়ের কাছে সে তার আত্মা সঁপে দিয়েছে।'

'আহা, প্রেম, প্রেম,' বলল অ্যাজাজেল, আরেক ফোঁটা চোখের জল ফেলল। 'একবার ছয়ফুট লম্বা এক জাপুলিঙ্কের প্রেমে পড়েছিলাম আমি। উচ্চতার কারণে একটা সমস্যা হয়ে গিয়েছিল। সে যাকগে, তুমি চাইছ আমি যাতে তোমার বন্ধুর জন্যে একটা চাকরি জোগাড় করে দিই।'

'ঠিক তাই।'

'আর তার কোনো কোয়ালিফিকেশনস নেই ?'

'নেই।'

'তাহলে কাজটা আবেগগতভাবে করতে হবে। আমরা একজন চাকরিদাতা খুঁজে বের করব যে তোমার বন্ধুর ওপর সন্তুষ্ট থাকবে এবং তোমার বন্ধুকে চাকরি দিয়ে সন্তুষ্ট করবে। বেশ জটিল ব্যাপার।'

'খুব বেশি জটিল ব্যাপার নয়, হে শক্তিমান।'

'না, তা অবশ্য নয়,' অনিশ্চিত গলায় বলল অ্যাজাজেল, 'তারপরও কিছু কঠিন দিক রয়ে গেছে। কে সেই চাকরিদাতা হবে তা আমরা যেহেতু জানি না, কাজেই আমাকে মৌন সম্মতির সাধারণ ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। আর কাজটা সহজ নয়।'

সত্যি বলছি, ওল্ডম্যান, এই প্রথমবারের মতো অ্যাজাজেলের ওপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেললাম আমি। সে অনেক সময় নিল, বিড়বিড় করে অনেকক্ষণ কী যেন বলল, তবে কী বলেছে তা আমি জানি না। কারণ সে যখন নিজেদের সমাজে উন্নত টেকনোলজির সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়ে তখন এ রকম করে।



www.banglainternet.com

অনেকক্ষণ মাথা ঝাঁকিয়ে, ওংবংচং কী সব বলে অবশেষে বিরাট এক নিশ্বাস ফেলল অ্যাজাজেল। 'কাজ হয়ে গেছে,' বলল ও। তবে ওর কণ্ঠ শুনে আমার কেমন যেন সন্দেহ হল। তবে মুখে কিছুই বললাম না। ওকে ধন্যবাদ দিলাম, তবে ও আদৌ কিছু করতে পেরেছে কি না সে ব্যাপারে সন্দেহ মনের মধ্যে পুষে রেখেই।

নিজেকে এ জন্যে এখনো দোষী মনে হয়, ওল্ডম্যান। আমার সন্দেহই ধ্বংস ডেকে এনেছিল— না, আমি চোখের জল গ্লাসে ফেলে শ্যাম্পেনের স্বাদ নষ্ট করতে চাই না। অবশ্য এটা শ্যাম্পেনও নয়, আপনাকে মনে করিয়ে দেয়ার জন্যে বললাম। এ স্রেফ সস্তা, সাদা মদ।

বিষয়টি নিয়ে অনেক ভাবলাম আমি, ওল্ডম্যান। তারপর আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এল।

ভ্যানকে ক্লাবে গিয়ে খুঁজে বের করলাম। 'ভ্যান,' বললাম আমি, 'তোমার ডুলসিনিয়ার সঙ্গে আজতক আমার পরিচয় হল না। ওর সাথে পরিচিত হতে চাই।

সন্দেহের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল ভ্যান। 'ওর সঙ্গে তোমার খাপখাবে না। তোমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ও।'

'ভ্যান,' বললাম আমি। 'তুমি ভুল ভেবেছ। মেয়েরা আমার কাছে সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

'ঠিক আছে,' রাজি হল ভ্যান। 'তোমার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দেব।'

ডুলসিনিয়া ছোটখাট গড়নের, হালকা-পাতলা, কালো চুলের চমৎকার সুন্দরী একটি মেয়ে। তার কালো চোখজোড়া ভারি তীক্ষ্ণ। দ্রুত নড়াচড়া করে সে, তাকে সারাক্ষণ ঘিরে থাকে শক্তির অফুরন্ত আঁধার। মেয়েটি ভ্যানের বিপরীত, ভ্যানের কাছের জীবন খুব সহজ ব্যাপার, ভেলায় ভেসে বেড়ানোর মতো। কিন্তু ডুলসিনিয়াকে দেখে মনে হল সে যেন জীবনের গলা টিপে ধরে আছে, ওটাকে ঝাঁকাচ্ছে এবং যেদিকে সে যেতে চায় সে রাস্তায় ছুঁড়ে মারছে জীবনকে।

বিয়ে করার ইচ্ছে কোনোদিনই হয়নি আমার, কিন্তু যদি ইচ্ছে জাগতও তবু ডুলসিনিয়াকে কখনো বিয়ে করতাম না। তার পাশে দাঁড়ালে মনে হয় অগ্নিকুণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে আছি—ভীতিকর উষ্ণতা ছড়াচ্ছে সে আগুন। তবে আমি চাইছিলাম ডুলসেনিয়ার সঙ্গে ভ্যানের বিয়েটা হয়ে যাক।



www.banglainternet.com

তাহলে পুরুষদের সম্পর্কে তার যে সব ভুল ধারণা জন্মেছে তা ভেঙে যাবে।

'আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার ইচ্ছে অনেকদিন ধরেই ছিল, মিস গ্রিনউইচ,' অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললাম কথাটা, যে কোনো সভ্য মানুষের মতো উচ্চারণ করলাম 'গ্রিনিজ'।

'উচ্চারণ হবে "গ্রিন উইচ," আর আমাকে ডুলসি এবং তুমি বলতে পারেন। আপনি নিশ্চয়ই জর্জ, ভ্যানের বন্ধু। ও আপনার কথা অনেক বলেছে আমাকে।' এমনভাবে তাকাল মেয়েটি আমার দিকে যেন মনে মনে আমার ওজন মাপছে।

'ঘনিষ্ঠ বন্ধু,' বললাম আমি।

ডুলসিনিয়া বলল, 'ও চাকরির ব্যবস্থাটা আগে করুক, তারপর অন্য কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলা যাবে।'

মেয়েটির গলার স্বর পছন্দ হল না আমার, তবু বললাম, 'চাকরির বিষয় নিয়েই তোমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। ভ্যান চাকরি করুক তা তুমি চাইছ কেন?'

'কারণ কাজ না করে খামোকা ছুটোছুটি করে বেড়ানো কোনো পুরুষের শোভা পায় না। আলতু-ফালতু কাজে সে জীবনটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে।'

'শুধু পুরুষই ফালতু কাজ করে জীবন নষ্ট করে, মেয়েরা করে না?' বারকয়েক চোখ পিটপিট করল ডুলসিনিয়া। তারপর বলল, 'মেয়েদেরকেও কাজ করতে হবে বৈকি।'

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি একজন নারীবাদী।'

'অবশ্যই। আমি নারীবাদী বংশের মেয়ে। আমার এক পূর্বপুরুষ জেনারেল অ্যামব্রোস বার্নসাইড-এর দফারফা করে দিয়েছিলেন তিনি তার দিকে তাকিয়ে চোখ মেরেছিলেন বলে। জুলফি টেনে ছিঁড়ে ফেলেছিলেন।'

'ভালো কাজই করেছেন তিনি। তবে আমার বিশ্বাস তুমি বেচারা ভ্যানের সমস্যাটা বুঝতে পারবে। ভ্যান খুব নরম মনের ভদ্র মানুষ—'

'তা বটে,' কণ্ঠস্বর নরম শোনাল ডুলসিনিয়ার, চোখে যেন মানবিক একটা ছায়াও ফুটে উঠতে দেখলাম। 'ও আমার ছোট্ট ল্যাম্বসি-পাই।'

'আর তুমি সেখানে পেরেকের মতো শক্ত,' গলার স্বর যথাসম্ভব মোলায়েম করে বললাম আমি।

'ইস্পাতের মতো শক্ত, নিজেকে আমার তা-ই মনে হয়।'


www.banglainternet.com

'সেক্ষেত্রে কি চাকরিটা তোমারই করা উচিত নয় ?'

'হু ম্ ম্,' বলল ও।

'ইন ফ্যাক্ট,' বললাম আমি, 'আমার ধারণা তুমি রাজনীতিতে যোগ দেবে। আমাদের দরকার হবে তোমার মতো শক্ত মাথার, শক্ত হাতের, শক্ত খোলের, শক্তভাবে হিট করার মতো একজন আমেরিকানের যে বোকাগুলোকে বোঝাতে পারবে তাদের কার কী করা উচিত।'

'হুমম,' বলল ও।

'আর রাজনীতিতে গেলে ভ্যানের চেয়ে ভালো স্বামী কোথায় পাবে যে টিভি শর্টের জন্যে জলের মতো টাকা ঢালতে পারবে। আর একবার নির্বাচিত হলে ব্যয় করা টাকা আয় করার হাজারটা উপায় বেরিয়ে আসবে।'

'হুমম,' বলল ও।

'আর ভ্যান ঠিক সে রকম ছেলে যাকে একজন রাজনীতিবিদের দরকার—বাম দিকে, এক কদম পেছনে। সে হাসবে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে, বুড়িদের কাছ থেকে ভোট আদায়ে সাহায্য করবে, যখন তুমি বক্তৃতা করবে, সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে তোমার দিকে। সবশেষে যেটা তুমি চাইবে সেটা হল ওর চাকরি। সে তোমাকে খুশি করার জন্যে নানা কাজ করে দেবে— যেমন বুড়ো পোলো পনিগুলোর জন্যে ঘর তুলে দেয়া।

'হুমম,' বলল ও। 'মন্দ বলেননি আপনি। দেখি আমাকে একটু ভাবতে দিন।'

'অবশ্যই ভাববে। তবে তাড়াতাড়ি। নয়তো ভ্যান চাকরি পেয়ে গেলে "ফার্স্ট জেন্টলম্যানৎ হবার সুযোগ হারাবে।'

'ফার্স্ট জেন্টলম্যান,' শব্দটা বারবার আওড়াল ডুলসিনিয়া, তারপর বিড়বিড় করল, 'ম্যাডাম প্রেসিডেন্ট—' তারপর উৎসাহের সাথে বলল, 'আজ রাতেই ওর সঙ্গে কথা বলব আমি।'

তাই করল সে এবং ফলাফল যা ভেবেছিলাম তাই হল।

পরদিন দারুণ উত্তেজনা নিয়ে ভ্যান ফোন করল আমাকে।

'জর্জ, ডুলসিনিয়া আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে। আমার আর নটা-পাঁচটা চাকরি না করলেও চলবে। বলল ওকে বিয়ে করার পরে এ কাজ করার বহু সুযোগ পাব এবং তার অন্তরের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্যে সে আর অপেক্ষা করতে চাইছে না।'



www.banglainternet.com

'তা তো অবশ্যই,' বললাম আমি। অন্তরের আসল ইচ্ছা যে হোয়াইট হাউজকে ঘিরে সে ব্যাখ্যায় আর গেলাম না।

একমাসেরও কম সময়ের মধ্যে বিয়েটা করে ফেলল ভ্যান। প্রচুর খাওয়া দাওয়া হল, শ্যাম্পেনটা ছিল অসাধারণ।

সুখী দম্পতি বেরিয়ে পড়ল মধুচন্দ্রিমায়, ফিরে এসে উঠল তাদের শহরতলির বাড়িতে।

নিজেদের কাজে ব্যস্ত থাকল ওরা, ডুলসিনিয়া গ্লিৎজ ঢুকে পড়ল রাজনীতিতে। কয়েক বছরের মধ্যে সিটি কাউন্সিল নির্বাচনে জয়ী হল সে। তারপর স্টেট সিনেট নির্বাচনের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল।

নিজেকে নিয়ে গর্ব হচ্ছিল আমার। কারণ এই প্রথম অ্যাজাজেলের ওপর নির্ভর করতে হয়নি, সমস্ত কাজ একাই করেছি, এবং অত্যন্ত পরিচ্ছন্নভাবে, নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন কথাটা। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম এ কেসে ব্যর্থ হয়েছে অ্যাজাজেল। কোনো অদ্ভুত আবেগী ফোর্স ফিল্ড কোনো চাকরিদাতাকে ভ্যানকে চাকরি দেয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি। ওদের বিয়ে হয়ে গেছে এবং এতে অ্যাজাজেলের কোনো ভূমিকাই ছিল না।

সব ভালোয় ভালোয় চুকে গেছে।

আমি অন্তত তাই ভাবছিলাম ভ্যানের সঙ্গে দেখা হবার আগে। মাসখানেক পরে দেখা হল ওর সাথে। মনে হল বুড়িয়ে গেছে ভ্যান। চেহারা থেকে জেল্লা অদৃশ্য ; মাথা অল্প অল্প কাঁপছে ; সামান্য নুয়ে নুয়ে হাঁটছে ; আর চোখে কেমন ভূতুড়ে চাউনি।

আমি এসব দেখেও না দেখার ভান করে উল্লসিত গলায় বলে উঠলাম, 'ভ্যান যে! লং টাইম নো মি।'

আমার দিকে ফিরল ও, সময় লাগল যেন আমাকে চিনে নিতে।

'অঃ, জর্জ, তুমি!'

'আমি ছাড়া আর কে ?'

'কেমন আছ, জর্জ ? তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া মানেই যন্ত্রণা। আমার মনে পড়ে যায় পুরনো দিনগুলোর কথা ; হায়, যে দিনগুলো আর কোনোদিন ফিরে আসবে না।' গাল বেয়ে টপটপ করে অশ্রু পড়তে লাগল ওর। হতভম্ব হয়ে গেলাম আমি। 'ভ্যান! কী হয়েছে, ওল্ডচ্যাপ ? ও তোমাকে কি চাকরি পেতে বাধ্য করেছে ?'



www.banglainternet.com

'না, না,' বলল ভ্যান। 'আমি ব্যস্ত আছি অন্য কাজে। আমাকে হেড মালির সঙ্গে বাগান আর মাটি নিয়ে কথা বলতে হবে, ব্যস্ত আছি বাবুর্চির সঙ্গে কী মেন্যু রান্না করতে হবে তা নিয়ে, যে পার্টি দেব তা নিয়ে হাউজকিপারের সাথে আলোচনায় বসতে হচ্ছে, ডুলসির জন্যে নার্সমেড যোগাড় করতে হবে। সব মিলে প্রচুর চাপ যাচ্ছে আমার ওপর দিয়ে। তবে সবার ওপরে—

'বল ?'

'সবার ওপরে ও রাজনীতিতে যোগ দিয়েছে তুমি তো জানোই। কোন্ গর্দভ যেন এই বুদ্ধি ওর মাথায় ঢুকিয়েছে,' রাগ রাগ গলায় বলল ভ্যান। 'গাধাটাকে পেলে আমার পোলো ম্যাট দিয়ে আচ্ছা করে কয়েক ঘা লাগিয়ে দিতাম। তুমি কি জান কাজটা কে করেছে, জর্জ ?'

'সম্ভবত বুদ্ধিটা ওর নিজেরই। কেউ ওকে এ ধরনের পরামর্শ দেয়ার মতো বোকামি করবে বলে মনে হয় না—কিন্তু রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেতো কী হয়েছে ?'

'কী হয়েছে ? আমার সমস্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কেড়ে নিয়েছে এই রাজনীতি। আমাকে বারবার এ ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে যে আমি ওর সিদ্ধান্তগুলোর ওপর নিজের প্রভাব ফলাই কি না, ওর সঙ্গে সত্যি ঘুমাতে যেতে পারি কি না, এ কথা কি সত্যি যে ওর বক্তৃতা দেয়ার সঠিক সময় বেছে নেয়ার জন্যে আমি জ্যোতিষীর সাহায্য নিই ? জর্জ, আমার নিজের জীবন বলতে আর কিছু নেই। লোকে আমার নামটা পর্যন্ত ভুলে গেছে। তুমি কি মি. মার্গারেট থ্যাচারের ফার্স্ট নেম জান ? নিশ্চয়ই জান না। আই হেট ইট। আই হেট ইট। আই হেট ইট।'

দমে গেলাম আমি। 'তুমি ওকে এসব কথা বলছ, ভ্যান ?'

'বহুবার। কিন্তু ও বলে আমি একজন রাজনীতিবিদের যোগ্য সহচর এবং যখন ও দ্বিতীয় বারে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব থেকে অবসর নেবে শুধু তখন আমি আবার সাগর-সৈকত এবং নাইটক্লাবে যেতে পারব।'

'বলতে দ্বিধা লাগছে, তবু জানতে চাই, তুমি ডিভোর্সের কথা ভেবেছ, ভ্যান ? তোমার স্ত্রী রাজনীতিবিদ, স্ক্যান্ডাল সহ্য করতে পারবে না। কাজেই ডিভোর্স চাইলে নীরবে ডিভোর্স দিয়ে দেবে। তখন তুমি আবার আগের মতো মুক্ত মানুষ হয়ে যেতে পারবে।'

মাথা নাড়ল ভ্যান, করুণ গলায় বলল, 'অনেকবার ভেবেছি কথাটা। কিন্তু আমি পারব না, জর্জ।'



www.banglainternet.com

'কেন পারবে না ? আমি নিশ্চিত সে কোনো রকম ঝামেলা পাকাবে না।'

'ঝামেলা তাকে নিয়ে নয়, জর্জ। ঝামেলা আমাকে নিয়ে। আমাকে—আমাকে—আমাকে।' বলে বুকে ঘুসি মারতে লাগল ভ্যান। অনেক কষ্টে ঠেকালাম ওকে।

দম ফিরে পেয়ে ভ্যান বলল, 'বিয়েটাকে আমি একটা চাকরি বা কাজ হিসেবে দেখেছি। ডুলসিনিয়া এবং আমি যখন পাদরির সামনে দাঁড়ালাম তখন মনে মনে ভাবলাম, এটা একটা চাকরি— যে চাকরি আমি ডুলসিনিয়ার নামে শপথ করে বলছি আমি করব এবং চাকরিতে বহাল থাকব। সত্যি বলতে কি, মাঝে মাঝে মনে হয়, এ চাকরি আমার কখনো ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। যা-ই ঘটুক না কেন। ডুলসিনিয়াও তাই ভাবে। জানি না কেন। এ এক রহস্যময় ব্যাপার। কাজেই বুঝতেই পারছ আমি কখনো মুক্ত হতে পারব না। কখনো না।'

তো এই হল ব্যাপার। ভুলটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। অ্যাজাজেল ঠিকই তার কাজ করেছে। আমি মাঝখানে নাক গলিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করেছি, এবং ঘটনাক্রমে চাকরিটাকে এমন দিকে মোড় ঘুরিয়েছে যে ভ্যান বা ডুলসিনিয়া কেউই এটা ছাড়তে পারবে না আর সহ্যও করতে পারছে না। খুবই খারাপ কথা। কিন্তু নিয়তির লিখন না যায় খণ্ডন।

**অনুবাদ : অনীশ দাস অপু**



www.banglainternet.com